২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম

হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ এর একুশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদ ও আমার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। সভার শুরুতেই আমি বোর্ডের পরিচালকবৃন্দ, কোম্পানীর সম্মানীত শেয়ারহোল্ডার এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আপনাদের একান্ত সহযোগীতা, প্রচেষ্টা এবং অনুপ্রেরণার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

কোম্পানী আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন রুলস্ ১৯৮৭, বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (বিএএস) এবং বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিবেদন মান (বিএফআরএস) অনুসারে প্রস্তুতকৃত কোম্পানীর ৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং পরিচালকদের প্রতিবেদন আপনাদের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

১। কাগজ শিল্পের সার্বিক অবস্থা ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি ঃ

২০১৬ সালের প্রথম দিকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়ে আসে। ফলে ব্যবসায়িক পরিবেশ ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে। তবে আলোচ্য বৎসরেও গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সরবরাহে প্রচন্ড ঘাটতি ছিল যা এই শিল্পের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছিল।

আন্তর্জাতিক বাজারে এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল যেমন পাল্প, বিভিন্ন গ্রেডের রিসাইকেল্ড/রিকভার্ড পেপার এবং পেপার বোর্ড এর দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে দেশীয় বাজারেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন পেপার যেমন নিউজপ্রিন্ট, রাইটিং প্রিন্টিং এবং মিডিয়াম পেপার উৎপাদনের কেমিক্যালের দামও অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে বিক্রয় মূল্য এবং বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় এর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়না যা এই শিল্পের উন্নয়নে বড় বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে।

পর্যাপ্ত উৎপাদন, অনুকুল আবহাওয়া, সহায়ক মুদ্রানীতির ফলে ২০১৭ সালের মুদ্রাস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে ছিল। উক্ত অর্থ বৎসরে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৬.৪%। আভ্যন্তরীন বিনিয়োগ বাড়াতে মুদ্রাস্ফীতি, সুদের হার এর মত সূচক সমূহ এখন অনুকুল। তবে বিনিয়োগের কাঙ্খিত লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করতে আরো সময় লাগবে। ব্যাংকের অলস তহবিল, বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে ধীরগতি এবং লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম রাজস্ব অর্জন সামগ্রিক অর্থনীতির মধ্যে ভারসাম্যহীনতার আভাস দেয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.১১% যা আগের বৎসরে ছিল ৬.৫৫%। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে বিগত বৎসরের মত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার আরো বৃদ্ধি হতে পারে। আমরা আশাবাদী যে অতীতের ন্যায় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

২। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ঃ

আপনারা অবগত আছেন যে, অত্র কারখানার মেশিন সমূহ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে আজ অবধি উৎপাদন কার্যে অবিরাম নিয়োজিত রয়েছে। ফলে মেশিন এর উৎপাদন ক্ষমতা দিন দিন কমে আসছে। ফলশ্রুতিতে মেশিন ঘন ঘন ব্রেক ডাউন হচ্ছে। ফলে উৎপাদনশীলতাও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে একটি ক্যালেন্ডার মেশিন সংযোজন করে। উক্ত মেশিনারীসমূহ সংস্থাপন এবং গ্যাস জেনারেটর মেইনটেনেন্স এর দরুন প্রায় দুই মাস উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হয় ফলশ্রুতিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে বিগত বৎসরের তুলনায় উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তথাপি চলতি বৎসরে অত্র প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৮৩ শতাংশ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। সম্প্রতি এই শিল্পের অনেক প্রতিযোগী বাজারে প্রবেশ করায় প্রতিষ্ঠান পণ্যের মূল্য হ্রাস করতে বাধ্য হয়। ফলে একদিকে মুদ্রা স্ফীতির দরুন পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে অপরদিকে বিক্রয় মূল্য হ্রাস পেয়েছে।

আশার বিষয় এই যে, অত্র প্রতিষ্ঠান বিগত বৎসরের ন্যায় বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক আহবানকৃত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে সরাসরি কাগজ সরবরাহের ক্রয়াদেশ না পেলেও বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড হতে ক্রয়াদেশপ্রাপ্ত অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠান থেকেও পণ্য সরবরাহের ক্রয়াদেশ পেয়েছে। পাশাপাশি আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান চলতি বৎসর থেকে বিদেশে নিউজপ্রিন্ট কাগজ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে এবং কয়েকটি দেশে

রাইটিং প্রিন্টিং এবং নিউজপ্রিন্ট কাগজ রপ্তানির ব্যাপারে আলাপ আলোচনা চলছে। বৈদেশিক বাজারে কাগজ রপ্তানির এই ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে ভবিষ্যতে লাভজনকতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

এই শিল্পের প্রচুর প্রতিযোগী বাজারে প্রবেশ করায় অত্র প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ধরে রাখার স্বার্থে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রচুর পরিমান বৈদেশিক কাঁচামাল আমদানী করা হয়। প্রতিযোগীতামূলক বাজারে আমাদের উৎপাদিত পণ্যের অবস্থান শক্ত করার জন্য উৎপাদনে বর্ধিত মূল্যের আমদানীকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় ফলে অত্র প্রতিষ্ঠান অত্যাধিক ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ও মজুরী, অতিরিক্ত সময়ের কাজের মজুরী, বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, বহিঃপরিবহন বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

অন্যদিকে পণ্যের মূল্য কমিয়ে এবং ক্রেতাকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান যেমন, বিক্রয় কমিশন ও বিজ্ঞাপন খরচ বাবদ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্থায়ী সম্পদ ক্রয় এবং সংযোজনের বিপরীতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানকে ঋণের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে এবং ঋণের বিপরীতে ব্যাংক সুদ বাবদ প্রচুর খরচ বৃদ্ধি পায়। ফলে পূর্ণ প্রতিযোগীতামূলক বাজারে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় এবং মোট মুনাফার হার বিগত বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন যে, অত্র প্রতিষ্ঠানকে একটি লাভজনক ও বহুমুখী পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বর্তমান প্রকল্পের Balancing Modernization Replacement and Expansion (BMRE) এর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পণ্যের গুণগত মান আরো বৃদ্ধি পাবে। উক্ত প্রকল্প হতে বর্তমানে উৎপাদিত নিউজপ্রিন্ট এবং রাইটিং প্রিন্টিং কাগজ এর পাশাপাশি অফসেট, গ্লোসি এবং উন্নতমানের রাইটিং প্রিন্টিং এবং নিউজপ্রিন্ট কাগজ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

আপনারা আরো অবগত হয়েছেন যে, পণ্যের বহুমুখী করনের উদ্দেশ্যে আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে দৈনিক ২৭ টন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি টিস্যু পেপার উৎপাদন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। উক্ত প্রকল্পের স্থাপন সংক্রান্ত কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। উক্ত প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হলে বাজারের চাহিদা পূরণ, লাভজনকতা বৃদ্ধি, উৎপাদন ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার এবং সর্বোপরি বাজারে অত্র প্রতিষ্ঠানের একটি শক্ত অবস্থান তৈরীর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং বাজারে পণ্যের একটি শক্ত অবস্থান তৈরীতে সক্ষম হবে।

৩। বিক্রয় কার্যক্রম ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বিপণন ব্যবস্থা ছিল সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন কারণ একদিকে বাজারে ব্যাপক প্রতিযোগীর উপস্থিতি অন্যদিকে বিক্রয় মূল্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও অত্র প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়ের পরিমাণ বিগত বৎসরের তুলনায় প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বের ন্যায় দেশীয় শিল্প থেকে কাগজ ব্যবহারে কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় আন্তর্জাতিক বাজার হতে তুলনামূলক কম মূল্যে সমজাতীয় কাগজের ব্যাপক আমদানী ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে দেশীয় কাগজের বাজারে সারা বছর ব্যাপী স্থবিরতা বিরাজ করেছে। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্য পুস্তক বোর্ড বিদেশী প্রতিষ্ঠানকেও টেন্ডারের মাধ্যমে বই ছাপানোর কার্যাদেশ দেয়। এই সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে অত্র প্রতিষ্ঠান চলতি বৎসরে বিক্রয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

আপনাদের কোম্পানী একটি মাত্র প্রোডাক্ট লাইন থেকে বিভিন্ন গ্রেডের এবং বিভিন্ন মাপের পন্য উৎপাদন করে থাকে। নিম্নে পণ্যভিত্তিক বিক্রয় অর্জন উল্লেখ করা হলঃ

নিম্নে পণ্যভিত্তিক উৎপাদন ও বিক্রয়ের অর্জন উল্লেখ করা হলঃ

টেবিল-১ ঃ পণ্যভিত্তিক বিক্রয় কার্যক্রমের তথ্য

বিবরণ	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪
রাইটিং প্রিন্টিং বিক্রয়	২২৮,৯৯৪,৪৩৮	৯১,৮১২,০৪২	৮৩,৩৭৯,৭৮৫	-
ব্রাইট নিউজপ্রিন্ট বিক্রয়	৯৮,৫০৬,২৮৭	১৮১,১৬৩,১৫৭	২১৫,৫০১,৯৮১	২৭৫,৫১৮,৬০০
মিডিয়াম পেপার বিক্রয়	১১,৩৬১,০৪৫	-	১,৩৪১,৪৫২	৬,৭৩৭,২৫০
বৈদেশিক বাজারে বিক্রয়	২,২৭৬,৪০৩	-	-	-
মোট বিক্রয়	**৩৪১,১৩৮,১৭৩**	**২৭২,৯৭৫,১৯৯**	**৩০০,২২৩,২১৮**	**২৮২,২৫৫,৮৫০**

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাজার আরোও শক্তিশালী হবে এবং বাজারে আমাদের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং বিক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে।

৪। ঝুঁকি সমূহ ঃ

কোম্পানীর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

(i) **সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ঃ**

সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কোম্পানীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর দ্বারা কাগজ শিল্প ও শিল্পায়ন প্রভাবিত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে অত্র শিল্পের উৎপাদন, ক্রয় ও বিপনণ কার্য পরিচালিত হয়। স্থির ও সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শিল্পায়নের পূর্ব শর্ত।

(ii) **বাহ্যিক বিষয়াবলী ঃ**

রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মঘট, গণ আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দ্বারা কোম্পানীর আর্থিক ফলাফল প্রভাবিত হয়।

(iii) **মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন ঃ**

হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলের কাঁচামাল অধিকাংশই আমদানী নির্ভর, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনের কারণে কোম্পানীর মুনাফা প্রভাবিত হয়।

(iv) **অন্যান্য আর্থিক ঝুঁকিঃ**

অন্যান্য আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে যেমন তারল্য ঝুঁকি, অনাদায়ী দেনা সংক্রান্ত ঝুঁকি, বাজার ব্যবস্থার ঝুঁকি এবং সুদের হারের পরিবর্তন ঝুঁকি অন্যতম যা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

হিসাব বিবরণীর নোট ৩৭.০০ এ এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

(v) **ঝুঁকি বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মূল্যায়নঃ**

যদি ও বেশির ভাগ ঝুঁকি কোম্পানী বিশেষের আয়ত্তের বাইরে, এইরূপ প্রত্যেক ঝুঁকির বিষয়ে হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং পণ্যের বাজার বহুমুখীকরণ, দক্ষভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং গবেষণা কার্যক্রমে বিনিয়োগের মাধ্যমে এই সকল ঝুঁকির মোকাবেলা ও কোম্পানীর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অর্জন করে। পরিবেশ বিধিমালার একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ ভাল মানের Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন করে পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে কারখানায় ব্যবহৃত পানির ৮০-১০০ ভাগ পরিশোধন করে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য উন্নতমানের Effluent Treatment Plant স্থাপন করেছে। আগুন, বন্যা, ভুমিকম্প ইত্যাদির সাথে মোকাবিলা করার জন্য নিয়মিতভাবে শ্রমিক কর্মচারীদেরকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত নিরাপত্তা পরীক্ষা ও যন্ত্রপাতির রক্ষনাবেক্ষণ করা হচ্ছে যা পরিচালনগত ঝুঁকি হ্রাস করতে সক্ষম হবে।

৫। বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার উপর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ঃ

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ এর বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার উপর কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশ করছি।

টেবিল-২ ঃ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা

বিবরণ	২০১৬-২০১৭		২০১৫-২০১৬	
	টাকা	শতকরা হার	টাকা	শতকরা হার
বিক্রয়	৩৪১,১৩৮,১৭৩	-	২৭২,৯৭৫,১৯৯	-
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	৩১৫,৭২৪,১১৭	৯২.৫৩	২৫৪,৯৮৭,৯৯৮	৯৪.৪৫
মোট মুনাফা	২৫,৪১৪,০৫৫	৭.৪৫	১৭,৯৮৭,২০১	৫.৫৫
নীট মুনাফা	(১৮,১০১,৫২০)	(৫.৩১)	(১৩,৭৪৬,৮৫১)	(৩.৫৯)

৬। উৎপাদনঃ

সঠিক ও বাস্তবিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, দিক নির্দেশনা, তদারকি, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সমস্যা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও এবং চলমান মেশিনারী সংযোজন, বিয়োজন, রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রম সচল রেখে উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য

অত্র প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।

সঠিক পদ্ধতিতে ও প্রানোদনার মাধ্যমে জনশক্তি, জ্বালানীশক্তি ও কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার এবং সর্বোপরি নিবিড় তদারকির মাধ্যমে পণ্যের মান সংরক্ষণ করে উৎপাদন ব্যয় যৌক্তিক স্তরে রাখার দিকে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেতন রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। উৎপাদনের সর্বস্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্খিত মুনাফা অর্জন আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য।

উৎপাদন পর্যালোচনা ঃ

টেবিল-৩ ঃ উৎপাদন

বিবরণ	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪
উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন)	৬০০০	৬০০০	৬০০০	৬০০০
প্রকৃত উৎপাদন (মেট্রিক টন)	৩৫৮৬	৫১৭২	৪৩৬০	৩৯০৫
উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার (%)	৬০.০০	৮৬.২০	৭২.৬৭	৬৫.০৯
বিক্রয় (মেট্রিক টন)	৪৯৬৫	৩৭৪৩.২৮	৪৫৬৬.৮৪	৪১৪৫.১৯

বিভিন্ন প্রতিকুল পরিস্থিতি যেমন, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, গ্যাস সরবরাহে অপ্রতুলতা, ঘন ঘন মেশিনারী ব্রেকডাউন এবং মেশিন পুরাতন হওয়ায় উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাওয়ায় চলতি বৎসরের উৎপাদন বিগত বৎসরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলতি বৎসরে অত্র প্রতিষ্ঠান একটি ক্যালেন্ডার মেশিন সংযোজন করে ফলশ্রুতিতে উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৫% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭। অস্বাভাবিক মুনাফা / (ক্ষতি) ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে কোম্পানীর কোনরূপ অস্বাভাবিক মুনাফা / ক্ষতি (Extra ordinary gain or loss) ছিল না।

৮। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানীর সাথে আর্থিক লেনদেন ঃ

চলতি বছরের সংযুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণ হিসাব বিবরণীর নোট ৪০.০০ এ বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৯। ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফলের উল্লেখযোগ্য ব্যবধান ঃ

কোম্পানীর ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফলের উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরে স্থায়ী সম্পদের পুনঃ মূল্যায়ন করা হয় এবং তখন পুনঃ মূল্যায়িত সম্পদের অবচয় পুনঃ মূল্যায়ন সঞ্চিতি তহবিলের সাথে সমন্বয় করা হয়। তবে পরবর্তীতে IAS -16 পরিপালনের নিমিত্তে পুনঃ মূল্যায়িত সম্পদের অবচয় আয়-ব্যয় বিবরণীতে হিসাবভুক্ত করে বিগত বৎসর সমুহের আর্থিক বিবরণী Restate করা হয় এবং চলতি অর্থ বৎসরেও একই নীতি অনুসরণ করা হয় ফলে অত্র প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফা ঋণাত্বক হয়।

১০। আর্থিক ফলাফল ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের বিক্রয় ও অর্জিত মুনাফার চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হল ঃ

টেবিল-৪ ঃ আর্থিক ফলাফল

বিবরণ	২০১৬-২০১৭ (টাকায়)	২০১৫-২০১৬ (টাকায়)
মোট বিক্রয়	৩৪১,১৩৮,১৭৩	২৭২,৯৭৫,১৯৯
মোট ব্যয়	৩৫৯,৮২৮,৮০২	২৮৭,৩৫১,৭৮৭
পরিচালন মুনাফা / (ক্ষতি)	(১৮,৬৯০,৬৩০)	(১৪,৩৭৬,৫৮৮)
অন্যান্য আয়	২,৭৯৪,৮৫৯	২,৭৮৪,২৩০
নীট মুনাফা / (ক্ষতি)	(১৮,১০১,৫২০)	(১৩,৭৪৬,৮৫১)

১১। Independent Director সহ পরিচালকদের পারিশ্রমিক ঃ

পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতীত অন্যান্য পরিচালককে সভায় উপস্থিতি ফি ছাড়া আর কোন পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় না যা হিসাব বিবরণীর নোট নং-২৭ এ বর্ণিত রয়েছে।

১২। লভ্যাংশ ঘোষণা ঃ

আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, পন্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যে আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে একটি টিস্যু পেপার উৎপাদন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার সংস্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। যার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত প্রকল্প বাবদ প্রতিষ্ঠানকে প্রচুর নগদ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। নতুন এই প্রকল্পকে উৎপাদন উপযোগী করার জন্য আরো বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে। অন্যদিকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে সামগ্রীকভাবে কাগজের বাজারে স্থবিরতা বিরাজমান থাকায় বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে কাঙ্খিত মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়নি। অতএব পরিচালকমন্ডলী ৩০শে জুন, ২০১৭ সমাপ্ত বৎসরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করতে পারেনি। তবে আশার বিষয় এই যে টিস্যু পেপার প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে কোম্পানীর লাভজনকতা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক পরিমাণে লভ্যাংশ প্রদান করা সম্ভব হবে।

১৩। ক্রেডিট রেটিং ঃ

২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে কোম্পানীর ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়। ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস লিঃ নিম্নোক্ত প্রতিবেদন প্রদান করে।

Date of Declaration	Valid till	Long Term Rating	Short term Rating	Out look
March 15, 2017	March 14, 2018	BBB+	ST-3	Stable

১৪। পরিচালকবৃন্দের নিয়োগ ও পুনঃ নিয়োগ ঃ

কোম্পানীর আর্টিকেলস্‌ অব এসোসিয়েশন এর ৮২ ধারা অনুযায়ী পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ এবং জনাব মোঃ গোলাম রসুল মুক্তাদির পরিচালকপর্ষদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা যোগ্য বিধায় পুনঃ নির্বাচনের আবেদন জানিয়েছেন।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, অত্র প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন পরিচালক জনাব কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ তার ব্যাক্তিগত অসুবিধার কারণে স্বাধীন পরিচালক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে অব্যহতি চেয়েছেন যা ২৮/১০/২০১৭ তারিখে পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক গৃহিত হয়। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রজ্ঞাপন নং- বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/১৩৪/এডমিন/৪৪ তারিখ ০৭ আগস্ট, ২০১২ইং এর নির্দেশনা পরিপালনের লক্ষ্যে ২৬/০৮/২০১৭ তারিখে কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড কার্যালয় ২/১০ ডি.টি. রোড, উত্তর পাহাড়তলী, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পরিচালক পর্ষদের সভায় জনাব কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ এর স্থলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং ব্যুরো অব বিজনেজ রিসার্চ ফ্যাকাল্টি অব বিজনেজ এডমিনিস্ট্রেশন এর ডিরেক্টর জনাব ড. মোহাম্মদ সালেহ জহুরকে ২৬/০৮/২০১৭ তারিখ থেকে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের জন্য স্বাধীন পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হয় যা ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।

১৫। নিরীক্ষক ঃ

২১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানীর বর্তমান বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক মেসার্স শফিক বসাক এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস পরপর তিনবার নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পন্ন করার পর অবসর গ্রহন করবে। কোম্পানীর নিরীক্ষক হিসেবে পরপর তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ায় অত্র প্রতিষ্ঠানের পুনঃ নিয়োগ আইনসিদ্ধ নয়। অপর দিকে মেসার্স খান ওহাব শফিক রহমান এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরের নিরীক্ষাকার্য সম্পাদনের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে যা পরিচালক পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

১৬। অডিট কমিটি ঃ

হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্‌ লিমিটেড এর অডিট কমিটি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত ৪ জন পরিচালক এর সমন্বয়ে গঠিত এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনাবলীর আলোকে পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদিত নীতিমালার ভিত্তিতে কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকে। অডিট কমিটির উদ্দেশ্য হল আভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, মজবুত এবং কোম্পানীর ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন সমুহ পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদান করা।

১৭। কর্পোরেট সুশাসন ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কর্পোরেট সুশাসনের শর্তগুলো কোম্পানী যথাযথভাবে পরিপালন করছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রজ্ঞাপন নং- বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/১৩৪/এডমিন/৪৪ তারিখ ০৭ আগস্ট, ২০১২ ইং এর নির্দেশনানুসারে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন (Corporate Governance Compliance Report) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের অবগতির জন্য - সংযুক্তি ১,২,৩ ও ৪ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৮। সরকারী কোষাগারে অর্থ প্রদান ঃ

কোম্পানী সর্বদা সরকারী আইনকানুন, নিয়মনীতি সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে। জাতীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোম্পানী সচেতন ও যত্নবান। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সরকারী কোষাগারে আর্থিক অবদানের পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো ঃ

টেবিল ৫ ঃ সরকারী কোষাগারে অনুদান

বিবরণ	২০১৬-২০১৭ (টাকায়)	২০১৫-২০১৬ (টাকায়)	২০১৪-২০১৫ (টাকায়)	২০১৩-২০১৪ (টাকায়)
কর্পোরেট আয়কর বাবদ প্রদান	১২,১৮২,৩৫০	৯,২৩২,৬৭৫	৯,৪৬০,১৪৯	৮,২৫৯,৯২৮.০০
আমদানী শুল্ক ও মূসক পরিশোধ	১৬,৪৭৫,০০০	৭,৯০৭,৫১৫	৬,৮৩৮,৭০২	৪,২০০,০০০.০০
লভ্যাংশের বিপরীতে কর কর্তন বাবদ	৬৪১,১৮৮	১,০৯৬,৫৮৫	৮৫৫,৭৮৫	১,০৩৮,৮৬৫.০০
উৎস কর ও মূসক পরিশোধ	১,৪২০,২৭৩	১,৫৮৫,১৮২	১,১৪৮,১৪৮	১,০৫০,১৫৫.০০
মোট	৩০,৭১৮,৮১১	১৯,৮২১,৯৫৭	১৮,৩০২,৭৮৪	১৪,৫৪৮,৯৪৮.০০

১৯। মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের সর্বোচ্চ মেধা ও কর্মক্ষমতার উন্নয়নে সঠিক পরিচর্যা ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের ক্ষেত্র, পরিধি, দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা নির্ধারণপূর্বক সময়ে সময়ে পুনঃ বিন্যাস করার ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। উপরন্তু প্রণোদনার জন্য বিশেষ প্রণোদনা কার্যক্রম ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সকলের কর্মপ্রেরণা ও দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোম্পানীর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ করে কার্যক্ষেত্রে আনয়ন করা হচ্ছে অধিকতর স্বচ্ছতা, দ্রুততা এবং নিশ্চিত করা হচ্ছে শ্রমশক্তির কাম্য ব্যবহার। কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের আর্থিক প্রণোদনাসহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর কোম্পানীর নীট মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) শ্রমিক কর্মচারী মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিলে নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি বছর দক্ষতা, যোগ্যতা, শৃংঙ্খলা ইত্যাদির বিবেচনায় নিয়মিতভাবে পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি সহ বিশেষ প্রনোদনা বোনাস এর মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মের মূল্যায়ন ও দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। আভ্যন্তরীন নিরীক্ষায় প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে কর্মরত সকলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যুগোপযোগী মানব সম্পদ প্রস্তুতের যাবতীয় কার্যক্রমও চলমান রাখা হয়েছে।

২০। পরিবেশ ও নিরাপত্তা ঃ

কোম্পানীর কারখানার চতুর্দিকে পর্যাপ্ত সুপরিকল্পিত বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরী করা হয়েছে এবং বর্জ্য নিঃসরণের যথাযথ ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উত্তরোত্তর তা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংবেদনশীল পরিবেশ অত্যন্ত যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং কারখানায় অবস্থিত সকল সম্পদের যথাযথ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হয়েছে। প্রতি বৎসর প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে প্রাক্ প্রস্তুতি গ্রহণ, তদারকি ও উন্নয়ন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বিগত বৎসরের ন্যায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরেও সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় কোম্পানীর কাঁচামাল গোডাউন, গ্যাস জেনারেটরের বীমা করা হয়েছে এবং যথারীতি এসিড, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিদর্শন ও তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণপূর্বক লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। কারখানার কাঁচামাল ও তৈরী পণ্যর মজুদাগার, মেশিনারিজসহ স্থাপনাসমূহে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং যথারীতি নবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। তদুপরি কর্মরত কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ব্যবহার প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে।

কারখানায় নিঃসারিত প্রাকৃতিক ক্ষতিকর রাসায়নিক নিঃসরণের জন্য ইটিপি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। কোম্পানীর কারখানায় নিঃসারিত পানি উপযুক্ত রি-সাইক্লিং প্রক্রিয়ায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহারপূর্বক ড্রেইনেজ সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয় যাতে পরিবেশ কোন ভাবে দূষিত না হয় কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। কোম্পানীর কারখানার অভ্যন্তরে স্থাপিত সকল বিপদ্দজনক স্থাপনাসমূহ ও কেমিক্যাল মজুদাগারে যথোপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষণ ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কোম্পানীর কর্মরত সকল শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সর্বোপরি পরিবেশগত ক্ষতি এড়ানোর বিষয়ে এই সংক্রান্ত বিধিমালাও যথারীতি অনুসরণ করা হচ্ছে এবং সকল সরকারী নির্দেশনা যথারীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। সম্পদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য সঠিক সংখ্যক প্রহরীর মাধ্যমে নিরাপত্তা বেস্টনী রাখা হয়েছে।

২১। আর্থিক বিবরণীর ব্যাপারে পরিচালকমন্ডলীর দায়িত্ব ঃ

সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা নং -এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/১৩৪/এডমিন/৪৪ তারিখ ০৭ আগস্ট, ২০১২ ইং অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী নিশ্চিত করেছে যে ঃ

(ক) কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীতে এর কর্মকান্ড, কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ প্রবাহ ও ইক্যুইটির পরিবর্তন সম্পর্কে যথার্থ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে;

(খ) কোম্পানীর হিসাবের বহিসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে;

(গ) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার সময় উপযুক্ত হিসাবনীতি সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাবের প্রাক্কলন যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞ বিচারবোধের ভিত্তিতে করা হয়েছে;

(ঘ) আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করার সময় আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশে গৃহীত হিসাব মানদন্ড অনুসরণ করা হয়েছে এবং তা থেকে যে কোন ব্যত্যয় পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে;

(ঙ) আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছিল বলিষ্ঠ এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা হয়েছে;

(চ) চালু প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় কোম্পানীর সামর্থ্যের ব্যাপারে তেমন কোন দ্বিধা নেই;

(ছ) কোম্পানীর কার্যক্রমের ফলাফলের ক্ষেত্রে বিগত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য যে সব ব্যত্যয় রয়েছে সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এবং

(জ) কার্যক্রম ও আর্থিক বিষয়ে পাঁচ বৎসরের উপাত্ত সংযোজন করা হয়েছে।

২২। স্বীকৃতি ঃ

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ লিঃ, ঢাকা স্টক একচেঞ্জ লিঃ, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী বাংলাদেশ লিঃ, সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা, নিরীক্ষক ও সরবরাহকারীসহ সকলের সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগীতার জন্য আমরা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে ভবিষ্যতেও তাদের অনুরূপ সহযোগিতার হাত আমাদের প্রতি প্রশস্ত থাকবে এই কামনা করছি। ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে কোম্পানীর সার্বিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে বিরূপ পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতা উত্তরণে যারা সার্বিক ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন পরিচালকবৃন্দের পক্ষ থেকে সেই সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ আন্তরিকতা, সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এই কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

মোঃ আবদুল্লাহ্
চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম
তারিখ ঃ ২৮ অক্টোবর, ২০১৭ ইং